رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا

হাসানাঈনে করীমাঈনের শান ও মহত্ত্ব

20-September-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْراً بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَا অর্থাৎ যে আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং একজন ফিরিশতা তার দরূদ শরীফকে আমার নিকট পৌঁছানোর জন্য নিযুক্ত থাকে।

(ম'জামু কবীর, ৮/১৩৪, নম্বর-৭৬১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মুহাররামুল হারামের বরকতময় মাস বিরাজমান, এই মুবারক মাসের সাথে পবিত্র আহলে বাইত رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن এবং ইমামে আলী মকাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا এর এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আসুন! এপ্রসঙ্গে হাসানাঈনে করীমাঈন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا এর শান ও মহত্ব সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয় শাহজাদাকে খুবই ভালবাসতেন।

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করা হয়েছিলো যে, আহলে বাইতের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُمْ মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় কে? ইরশাদ করলেন: হাসান এবং হোসাইন (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا)। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে ইরশাদ করতেন: আমার সন্তানদেরকে আমার নিকট ডাকো, অতঃপর তাঁদের ঘ্রাণ নিতেন এবং নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরতেন।

(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব আন রাসূলুল্লাহ, ৫ম খন্ড, ৪২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭৯৭)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: ভালবাসার অনেক ধরণ রয়েছে; সন্তানের প্রতি ভালবাসা এক ধরণের, স্ত্রীদের প্রতি ভালবাসা এক ধরণের, বন্ধুদের প্রতি ভালবাসা এক

ধরণের। সন্তানদের মধ্যে হযরত হাসানাঈন (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) খুবই প্রিয়, স্ত্রীদের (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُنَّ) মধ্যে হযরত (সায়্যিদাতুনা) আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا **আল্লাহ তায়ালার মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অধিক প্রিয়, বন্ধুদের মধ্যে (আমিরুল মুমিনিন) হযরত (সায়্যিদুনা) আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ খুবই প্রিয়। তিনি আরো বলেন: **হুযুর** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) তাঁদের কেনই বা শুঁকবেন না, তাঁরা উভয়েরই তো **হুযুর** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর ফুল ছিলেন, ফুলের ঘ্রাণই নেয়া হয়, তাঁদের বুকের সাথে লাগানো, জড়িয়ে ধরা অত্যধিক ভালবাসার কারণেই ছিলো। এ থেকে জানা যায়, ছোট্ট শিশুদের ঘ্রাণ নেওয়া, তাদের আদর করা, তাদের জড়িয়ে ধরা, চেপে ধরা **প্রিয় রাসূল, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪১৮)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আসুন! আমরাও ঐ মহান ব্যক্তিত্বদের ভালবাসা মনের মধ্যে আরো দৃঢ় করতে এবং তাঁদের আচার ও আচরণের উপর আমল করার নিয়্যতে তাঁদের কল্যাণময় আলোচনা শ্রবন করি।

নাম ও উপনাম এবং উপাধী:

হাসানাঈনে করীমাঈনদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا মধ্যে বড় হলেন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ। তাঁর উপনাম (কুনিয়ত) হলো **"আবু মুহাম্মদ"** এবং উপাধী হলো **"তাক্বী এবং সৈয়্যদ"** আর প্রসিদ্ধ ছিলো **"সিবতু রাসূলিল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**"**, তাঁকে **"রাইহানাতুর রাসূল"**ও বলা হতো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ জান্নাতী যুবকদের সর্দার, তাঁর মুবারক জন্ম ৩য় হিজরীর ১৫ রমযানুল মুবারক রাতে পবিত্র মদীনায় زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا হয়েছিলো। **হুযুর সায়্যিদে আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সপ্তম দিনে তাঁর আকিকা করেন, চুল কর্তন করা হলো এবং আদেশ দিলেন যে, চুলের সমপরিমান ওজনের রূপা সদকা করে দাও।

(তারিখুল খোলাফা, ১৪৯ পৃষ্ঠা। রওযাতুশ শুহাদা (অনুদিত), ১ম খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা)

তাঁর নাম **ইমামুল আম্বিয়া, সৈয়্যদুল আসখিয়া, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**ই** রাখেন। পরিপূর্ণ ঘটনাটি এরূপ: হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জন্মের সুসংবাদ শুনান। তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ

নিয়ে আসলেন এবং ইরশাদ করলেন: আসমা! আমার সন্তানকে আনো, হযরত আসমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا (ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে) একটি কাপড়ে জড়িয়ে **হুযুর সায়্যিদে আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত করলেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ডান পাশের কানে আযান এবং বাম পাশের কানে তাকবীর দিলেন আর হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم এর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি এই মর্যাদাবান সন্তানের কি নাম রেখেছো? আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার কি এমন ক্ষমতা যে, বিনা অনুমতিতে আগেই নাম রেখে দিবো, কিন্তু আপনি যখন জিজ্ঞাসা করছেন তবে আমার মনে হয় **"হারব"** নাম রাখা হোক, বাকী **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইচ্ছা। তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর নাম হাসান রাখেন। (সাওয়ানেহে কারবালা, ৯২ পৃষ্ঠ)

ওহ হাসান মুজতাবা সায়্যিদুল আসখিয়া,
রাকিবে দোশে ইযযত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশীশ)

পংক্তির ব্যাখ্যা: ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ যিনি **দানশীলদের সর্দার, যিনি তাঁর নানাজান, মাহবুবে রহমান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্দর কাঁধে আরোহন করতেন, তাঁর মুবারক সত্ত্বার প্রতি লাখো সালাম।

তাঁর ছোট ভাই সায়্যিদুশ শুহাদা, রাকিবে দোশে মুস্তফা, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর জন্ম ৪র্থ হিজরীর ৫ শা'বানুল মুয়াযযম মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِیۡمًا হয়। তাঁর নাম **হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **"হোসাইন"** এবং **"শাব্বির"** রাখেন আর তাঁর উপনাম (কুনিয়ত) **"আবু আব্দুল্লাহ"** তাঁর উপাধীও **"সিবতু রাসূলিল্লাহ (রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নাতি)" এবং **"রাইহানাতুর রাসূল" (রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুল), তাঁর বড় ভাইয়ের ন্যায় তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ও জান্নাতী যুবকদের সর্দার। (আসাদুল গাবা, বাবুল হা ওয়াল হোসাইন, ১১৭৩। আল হোসাইন বিন আলী, ২৫, ২৬ পৃষ্ঠা। সিয়রে আ'লামুন নিবালা, ২৭০ পৃষ্ঠা। আল হোসাইন শহীদ..., ৪র্থ খন্ড, ৪০২-৪০৪ পৃষ্ঠা)

নাম কিভাবে রাখবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখনই আমরা শুনলাম, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** প্রিয় নাতিদের নাম নিজেই প্রদান করেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে নাম রাখার কিছু আদব সম্পর্কে শ্রবণ করি।

মনে রাখবেন! উত্তম নাম রাখা সন্তানের অধিকারের মধ্যে একটি অধিকার এবং পিতামাতার পক্ষ থেকে তাদের সন্তানদের জন্য সর্বপ্রথম এবং মৌলিক উপহারও বটে, যা সে সারা জীবন নিজের বুকে জড়িয়ে রাখবে, এমনকি যখন কিয়ামত সংগঠিত হবে তখন তাকে এই নামেই **দয়ালু প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা**র নিকট ডাকা হবে। যেমনিভাবে-

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের এবং তোমাদের বাপদাদার নাম ধরে ডাকা হবে, সুতরাং নিজেদের ভাল নাম রাখো। (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদীস নং-৪৯৪৮, ৪র্থ খন্ড, ৩৭৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে পাক থেকে ঐ লোকেরা শিক্ষা অর্জন করুন, যারা তাদের সন্তানের নাম কোন অভিনেতা, সিনেমার নায়ক বা **আল্লাহ**র পানাহ! অমুসলিমের নামের সাথে মিলিয়ে রাখে, এর চেয়ে নিকৃষ্ট অপদস্ততা আর কি হতে পারে যে, মুসলমানের সন্তানকে কাল কিয়ামতের ময়দানে অমুসলিমের নামে ডাকা হবে। আমাদের সমাজে শিশুর নাম নির্বাচনের দায়িত্ব সাধারণত কোন নিকটাত্মীয় যেমন; দাদি, ফুফি, চাচা ইত্যাদিকে অর্পন করা হয় এবং অনেক সময় ইলমে দ্বীন থেকে দুরত্বের কারণে তারা শিশুর এমন নাম রেখে দেয়, যার কোন অর্থই নেই বা অর্থ ভাল হয়না অথবা শরয়ীভাবে সঠিক হয় না, এরূপ নাম রাখা থেকে বিরত থাকা চায়, অনেক সময় এরূপ নামও খোঁজা হয়, যা ঘরে, বংশে বা মহল্লায় দূর দুরান্ত পর্যন্ত যেনো না থাকে, যেই শুনবে যেনো বলে; এই নাম তো প্রথম শুনলাম, খুবই সুন্দর নাম রেখেছেন। এই কথা শুনে নাম প্রদানকারী খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়, এরূপ লোকদের এক মুহুর্তের জন্য চিন্তা করা উচিত যে, এই খুশি প্রশংসার বাসনা রোগের প্রতিফল তো নয়, সুতরাং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন رِضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِیْن এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن এর নামের সাথে মিলিয়ে রাখা উচিৎ, যার একটি উপকারিতা এটা হবে যে, শিশুর আপন বুযুর্গদের সাথে রূহানি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়ত: সেই নেককার ব্যক্তিত্বদের নাম রাখার বরকতে তার জীবনে মাদানী প্রভাবও বিরাজ করবে। নাম সম্পর্কে আরো চমৎকার ও অবাক-করা

বিষয় জানার জন্য মাকাতাবাতুল মদীনার কিতাব **"নাম রাখনে কে আহকাম"** অধ্যয়ন করুন, এই কিতাবে শিশুদের নাম রাখার জন্য অসংখ্য ভাল ভাল নামের তালিকা বিদ্যমান, এছাড়াও শিশুদের নাম রাখার ব্যাপারে অসংখ্য মাদানী ফুল বিভিন্ন স্থানে নিজের সুবাস ছড়াচ্ছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসে পাকের আলোকে হাসানাঈন করীমাঈনের মর্যাদা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন সময়ে এই ব্যক্তিত্বদের এমন শান ও মহত্ব বর্ণনা করেছেন, যা শুনে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমাদের অন্তরে হাসানাঈন করীমাঈনের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। আসুন! তাঁদের শান ও মহত্ব সম্পর্কীত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কয়েকটি বাণী শ্রবন করি।

ইরশাদ হচ্ছে: مَنْ اَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِیْ অর্থাৎ যে এই দু'জনকে (তথা হাসান ও হোসাইনকে) ভালবাসলো, মূলত সে আমাকে ভালবাসলো এবং যে তাঁদের দু'জনের সাথে শত্রুতা পোষণ করলো, মূলত সে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করলো। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ১/৯৬, হাদীস নং-১৪৩)**

ইরশাদ হচ্ছে: هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا অর্থাৎ হাসান ও হোসাইন (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) দুনিয়ায় আমার দুটি ফুল।

(বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে আসহাবুন নবী, হাদীস নং-৩৭৫৩, ২য় খন্ড, ৫৪৭ পৃষ্ঠা)

ইরশাদ হচ্ছে: اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ অর্থাৎ হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا জান্নাতী যুবকদের সরদার। **(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭৯৩)**

হাসানাঈন করীমাঈনের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা ওয়াজিব:

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: যখন (২৫ পারা, সূরা আশ শুরার) এই আয়াতে মুবারাকা অবতীর্ণ হলো:

قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ؕ (পারা ২৫, সূরা আশ শুরা, আয়াত ২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন: 'আমি সেটার জন্য তোমাদের কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না, কিন্তু চাই নিকটাত্মীয়তার ভালোবাসা।

তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার ঐসকল নিকটাত্মীয় কারা, যাঁদেরকে ভালবাসা আমাদের উপর ওয়াজিব? তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আলী মুরতাদ্বা, ফাতেমাতুয যাহরা (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) এবং তাঁদের উভয় সন্তান (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا)।

(মু'জামু কবীর, বাবুল হা, হাসান বিন আলী বিন আবি তালিব, ৩/৪৭, হাদীস নং- ২৬৪১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, আহলে বাইতের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین প্রতি ভালবাসা পোষণ করা ওয়াজিব ও আবশ্যক, প্রত্যেক মুসলমানের নিকট তার জান মাল, সম্মান ও সম্ভ্রম, পিতা মাতা এবং সন্তান থেকেও বেশি প্রিয় "আহলে বাইতে কিরামগণ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین" হওয়া উচিৎ। এই মুবারক ব্যক্তিত্বদের প্রতি ভালবাসাই হচ্ছে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা এবং **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসাই হচ্ছে পরিপূর্ণ ঈমানের নিদর্শন।

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهٖ" অর্থাৎ কোন বান্দা পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত আমাকে নিজের প্রাণ থেকেও বড় মনে করবে না "وَذَاتِیْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهٖ" এবং আমার সত্ত্বা, তার নিজ সত্ত্বা থেকেও বেশি প্রিয় হবে না "وَتَكُوْنَ عِتْرَتِیْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهٖ" এবং আমার সন্তান তার সন্তান থেকে বেশি প্রিয় হবে না "وَاَهْلِیْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهٖ" এবং আমার আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین তার কাছে তার পরিবার পরিজন থেকে বেশি প্রিয় হবে না।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুব্বিন্নবী, ২/১৮৯, হাদীস নং- ১৫০৫)

আহলে বাইতগণের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহলে বাইতের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین শানে **আল্লাহ তায়ালা** ২২ পারার সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿۳۳﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে নবীর পরিবারবর্গ! **আল্লাহ** তো এটাই চান যে, তোমাদের কাছ থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে অতীব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।

অধিকাংশ মুফাসসীরে কিরামগণের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن মত হচ্ছে: এই আয়াতে মুবারাকা হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা, হযরত সায়্যিদা ফাতেমা যাহরা, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِين এর হকে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদ্‌রী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বর্ণনা করেন; এই আয়াত পাক পাঞ্জেতনের শানে অবতীর্ণ হয়েছে। পাক পাঞ্জেতন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ। (সাওয়ানেহে কারবালা, ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা)

অপর এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে: **হুযুর জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই ব্যক্তিত্বগণের সাথে **তাঁর** অন্যান্য সাহেবজাদা এবং নিকটাত্মীয় ও পবিত্র স্ত্রীগণদেরও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। (আস সাওয়ায়েকেল মাহরাকা, আল বাবুল হাদী আশর, ১ম অধ্যায়, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

আয়াতে মুবারাকার তাফসীর করতে গিয়ে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম তাবারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ **হে মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পরিবারবর্গগণ! **আল্লাহ তায়ালা** চান যে, তোমাদের কাছ থেকে মন্দ বিষয় এবং অশ্লীল জিনিস সমূহ দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে গুনাহের ময়লা আবর্জনা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে। (তাবারী, ২২ পারা, আল আহযাব, ৩৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ১০ম খন্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা)

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুফতী নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে করীমা আহলে বাইতে কিরামের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِين ফযীলতের ঝর্ণাধারা এবং জানা যায়, সকল মন্দ চরিত্র ও মন্দ অভ্যাস থেকে তাঁদের নিরাপদ রেখেছেন। কিছু কিছু হাদীসে বর্ণিত আছে: আহলে বাইতগণ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِين দোযখের আগুনের জন্য হারাম (অর্থাৎ জান্নাতী) এবং এটাই এই পরিশোধনের উপকারীতা আর প্রতিফল ও যে বিষয় তাঁদের পবিত্র

অবস্থার উপযুক্ত হয় না তা থেকে তাঁদের পরওয়াদিগার তাঁদেরকে নিরাপদ রাখে এবং বাঁচায়। (সাওয়ানেহে কারবালা, ৮২ পৃষ্ঠা)

আমাদেরও পবিত্র আহলে বাইতের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِین প্রতি ভালবাসা পোষণ করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলার চেষ্টা করা উচিৎ, **আল্লাহ তায়ালা** তাঁদের সদকায় আমাদেরকেও গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক এবং অধিকহারে নেকী করে জান্নাতে সেই ব্যক্তিত্বদের নৈকট্য দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি কাজ হলো “ইনফিরাদী কৌশিশ”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ আমাদেরকে একটি মাদানী উদ্দেশ্য প্রদান করেছেন যে, “**আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে** اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ।” নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করে নিন এবং অনুরূপভাবে মানুষকে নেক নামাযী বানাতে, সুন্নাতের অনুসারী বানাতে এবং গুনাহ থেকে বাচাঁতে তাদের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ শুরু করে দিন। মাদানী কাফেলা ছাড়াও যখনই কোন ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয় তবে নম্রতা ও ভালবাসাপূর্ণ পদ্ধতিতে ইনফিরাদী কৌশিশ করুন اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এর অসংখ্য বরকত প্রকাশিত হবে, যেমনটি ২২ নম্বর মাদানী ইনআমে রয়েছে: আপনি কি আজ কমপক্ষে দু'জন ইসলামী ভাইকে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে মাদানী কাফেলা ও মাদানী ইন্আমাত এবং অন্যান্য মাদানী কাজের প্রতি তারগীব (উৎসাহ) দিয়েছেন? ৫২ নম্বর মাদানী ইনআমে রয়েছে: আপনি কি এ সপ্তাহে ইজতিমা শেষ হওয়ার সাথে সাথে সামনে অগ্রসর হয়ে ইনফিরাদী কৌশিশ করা অবস্থায় নবাগত ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করে তাদের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর সংগ্রহ করেছেন? (কমপক্ষে ৪ জনের সাথে সাক্ষাত এবং কমপক্ষে ১ জনের ঠিকানা ইত্যাদি অবশ্যই নিন। পরবর্তীতে তার সাথে যোগাযোগও রাখুন।)

মনে রাখবেন! ✯ ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে জামাআত সহকারে নামায আদায়কারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ✯ ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে মাদানী দরস এবং ফজরের নামাযের পর মাদানী হালকায় অংশগ্রহন কারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ✯ ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য ইসলামী ভাইদের প্রস্তুত করা যায়। ✯ ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে মসজিদ পূর্ণ রাখতে সহায়তা করে। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে ইনফিরাদী কৌশিশের একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি।

ড্রাইভারের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ

দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বিশেষ বাসগুলো ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় যেখানে অবস্থান করে সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম, একটি খালি বাসে গান বাজছিল। আর ড্রাইভার বসে বসে 'গাঁজা' সেবন করছে। আমি গিয়ে ড্রাইভারের সাথে ভালবাসাপূর্ণ ভঙ্গিতে সাক্ষাত করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সাক্ষাতের বরকত তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পেল আর সে নিজেই গান বন্ধ করে দিল এবং গাঁজাযুক্ত সিগারেটও নিবিয়ে দিল। আমি মুচকি হেসে সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট **"কবরের প্রথম রাত"** তাকে দিলাম সে তখনই টেপ রেকর্ডারে লাগিয়ে দিল আমিও সাথে বসে শুনতে লাগলাম। অন্যদেরকে বয়ান শুনানোর ফলদায়ক পদ্ধতি হলো, নিজেও তার সাথে শুনা। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সে খুবই প্রভাবিত হলো। ভীত হয়ে গুনাহ থেকে তাওবা করল এবং বাস থেকে বের হয়ে আমার সাথে ইজতিমায় এসে বসে গেল।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত রয়েছে: সৈয়্যদুল আউলিয়া, মাওলা মুশকিল কোশা, শেরে খোদা হযরত সায়্যিদুনা আলিউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বুক থেকে মাথা পর্যন্ত **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে অনেক মিল ছিলো আর ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিচের অবশিষ্টাংশে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে অনেক মিল ছিলো।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: মনে রাখবেন! হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا আপাদমস্তক (মাথা মুবারক থেকে পা মুবারক পর্যন্ত) একেবারে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মতোই ছিলেন। আর তাঁর শাহজাদাদ্বয় (অর্থাৎ হাসানাঈনে করীমাঈন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) এর মাঝে এই মিলটি ভাগ করে দেয়া হয়েছিলো, হযরত ইমাম হোসাইন (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এর হাঁটু থেকে কদম শরীফ পর্যন্ত এবং গোঁড়ালী একেবারে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মতোই ছিলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কুদরতি মিলও **আল্লাহ তায়ালার** নেয়ামত, যে তার কোন আমলকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মিলিয়ে দেয়, তবে তার ক্ষমা হয়ে যায়, তবে যাকে **আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে (আকৃতিগতভাবে) মিলিয়ে দেন, তার প্রিয়ভাজন হওয়ার অবস্থা কিরূপ হবে।

(মিরাত, ৮ম খন্ড, ৪৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাসানাঈনে করীমাঈনের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ভালবাসা ও প্রেমের সূধা পান করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থাকুন এবং দ্বীনের খেদমতের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহায়তা করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে প্রায় ১০৪টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে **"মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ"**। ১৯৮৬ সালে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা হয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই বিভাগ (Department) থেকে প্রাথমিকভাবে শুধু বয়ানের অডিও ক্যাসেট প্রকাশ করা হয় অতঃপর **আল্লাহ তায়ালার** দয়া ও অনুগ্রহে এবং **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টিতে এমন সাফল্য নসীব হয়েছে যে, মাকতাবাতুল মদীনা যেমনিভাবে বয়ান এবং মাদানী মুযাকারার লাখ লাখ ভিসিডি (VCDs) সারা দুনিয়ায় পৌঁছিয়ে দিচ্ছে তেমনিভাবে ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কিতাবের অনুবাদ, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ,

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাবও প্রকাশ করে অধিকহারে মানুষের হাতে পৌঁছিয়ে যাচ্ছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **তাঁর** আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِين এবং প্রিয় নাতিদেরকে رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا খুবই ভালবাসতে দেখলেন তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্কের কারণে এই ব্যক্তিত্বরাও তাঁদেরকে ভালবাসতেন এবং আদর করতেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী পর্দা করার পরও তাঁর পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِين বিশেষ করে হাসানাঈন করীমাঈনের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا প্রতি খুব বেশি খেয়াল রাখতেন।

সিদ্দিকে আকবরের ইমাম হাসানের প্রতি ভালবাসা

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ যখন মুমিনদের আমির এবং মুসলমানদের খলিফা নির্বাচিত হলেন তখন **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কের কারণে হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ পবিত্র আহলে বাইতদের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن অনেক খেয়াল রাখতেন এবং পবিত্র আহলে বাইত رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن সম্পর্কে বলতেন: **"নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আত্মীয়রা আমার নিকট আমার আত্মীয় থেকে বেশি প্রিয়।"

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু হাদীসু বনী নাদ্বারা, হাদীস নং- ৪০৩৬, ৩য় খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা)

ফারুকে আযমের ইমাম হোসাইনের প্রতি অফুরন্ত ভালবাসা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি একদিন আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ঘরে গেলাম, কিন্তু হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হযরত আমিরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথে আলাদাভাবে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁর ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি ফিরে আসতে লাগলেন তখন তাঁর সাথে আমি ফিরে এলাম। পরে আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো,

তখন আমি আরয করলাম: "হে আমিরুল মুমিনিন! আমি আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু আপনি হযরত আমিরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলেন। আপনার সন্তান আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ও বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো (আমি ভাবলাম যখন সন্তানরই ভিতরে যাওয়ার অনুমতি নেই, তবে আমার কিভাবে হবে?) সুতরাং আমি তাঁর সাথেই ফিরে গেলাম।" তখন আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: হে আমার প্রিয় বৎস হোসাইন! আমার সন্তানের চেয়ে বেশি আপনিই ভিতরে আশার বেশি হকদার এবং আমার মাথায় এই যে চুল রয়েছে, **আল্লাহ তায়ালার** পর তা কে বৃদ্ধি করেছে, আপনারা সৈয়দ বংশিয়রাই তো বৃদ্ধি করেছেন।" **(তারিখে ইবনে আসাকির, ১৪তম খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা)**

শেরে খোদার ইমাম হাসানের প্রতি ভালবাসা:

হযরত সায়্যিদুনা আসবাগ বিন নুবাতা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অসুস্থ হলেন, তখন আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন, আমিও তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অবস্থা জানতে গিয়ে বললেন: হে রাসূলের নাতি! এখন অবস্থা কেমন? আরয করলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ ভাল আছি। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: যদি **আল্লাহ তায়ালা** চান তবে উন্নতি হবে। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: আমাকে বসতে সাহায্য করুন। আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁকে নিজের বুকের সাথে টেক লাগিয়ে বসিয়ে দিলেন, অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: একদিন আমাকে **নানাজান, রহমতে আলামিয়ান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছিলেন: হে আমার বৎস! জান্নাতে একটি বৃক্ষ রয়েছে, যাকে শাজারাতুল বালওয়া বলা হয়, কষ্টে নিপতিত লোকদেরকে কিয়ামতের দিন এই বৃক্ষের নিকট জমা করানো হবে, যখন না মিযান প্রতিষ্ঠা হবে, না আমল নামা খোলা হবে, তাদেরকে পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করা হবে। অতঃপর **রহমতে আলম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করেন:

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۰﴾ (পারা ২৩, সূরা যুমার, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের অপরিমিত প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে।

(কিতাবুদ দোয়া লিত তাবারানী, ৩৪৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর তাঁর শাহজাদা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর প্রতি ভালবাসা সম্পর্কে জানা গেলো, তেমনিভাবে ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বর্ণনাকৃত **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী দ্বারাও জানা গেলো, চিন্তা, বিপদ এবং কষ্টে ধৈর্য্যধারণ কারীদেরকে কিয়ামতের দিন তাদের ধৈর্য্যের পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করা হবে। মনে রাখবেন! **আল্লাহ তায়ালার** প্রত্যেকটি কাজে হাজারো হিকমত লুকিয়ে থাকে, যা আমরা জানি না। সুতরাং প্রত্যেকের সামনে নিজের কষ্ট, দারিদ্র্যতা ও অভাবের কথা বলা, নিজের দুঃখের কাহিনী বলা এবং অভাবের কারণে (**আল্লাহ**র পানাহ!) **আল্লাহ তায়ালার** সত্ত্বার প্রতি অযথা আপত্তি করে নিজের মুখে কুফরী বাক্য বলার পরিবর্তে এই কষ্টের সম্মুখিন হয়ে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা উচিৎ, কেননা এই বিপদাপদ গুনাহের কাফফারা এবং উচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যম।

আল্লাহ তায়ালার মাহবুব হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন রোগাক্রান্ত ও বিপদগ্রস্থদেরকে সাওয়াব দান করা হবে, তখন সুস্থরা আকাঙ্ক্ষা করবে, আহ! দুনিয়ায় যদি আমাদের চামড়া কাঁচি দিয়ে কাটা হতো।

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪১০)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই হাদীসে পাকের বাক্য **"আহ! দুনিয়ায় যদি আমাদের চামড়া কাঁচি দিয়ে কাটা হতো"** এর আলোকে বলেন: "অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা ও আশা করবে যে, আমাদের উপরও যদি দুনিয়ায় এরূপ রোগ হতো, যাতে আমরাও সেই সাওয়াব পেতাম, যা অন্যান্য রোগাক্রান্ত এবং বিপদগ্রস্থরা পাচ্ছে।" (মিরাত, ২য় খন্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা)

হাসানাঈন করীমাঈনের পরস্পরের প্রতি ভালবাসাঃ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোন মুসলমানের জন্য এই বিষয়টি জায়িয নয়

যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিনদিন তিনরাতের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখে। তাদের মধ্যে যে কথাবার্তা বলাতে অগ্রগামি হবে, সে জান্নাতের দিকে যাওয়াতেও অগ্রগামি হবে। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমার নিকট এই কথাটি পৌঁছেছে যে, হাসনাঈন করীমাঈনের মাঝে কোন বিষয়ে অসন্তুষ্টি হয়ে গেলো। আমি ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম: লোকেরা আপনাকে অনুসরন (Follow) করে এবং আপনারা একে অপরের সাথে সম্পর্কে ছিন্ন অর্থাৎ কথাবার্তা বন্ধ রেখেছেন। আপনি এখনই ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট যান এবং তাকে রাজি করান কেননা আপনি তাঁর ছোট, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: যদি আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে না শুনতাম যে, যখন দুজন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তাদের মধ্যে কথাবার্তা বলার জন্য যে প্রথমে অগ্রগামী হবে, সে প্রথমে জান্নাতে যাবে, আমি সাক্ষাত করতে অবশ্যই অগ্রগামী হতাম কিন্তু আমি এই বিষয়টি পছন্দ করিনা যে, আমি তাঁর পূর্বে জান্নাতে চলে যাই।

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: এরপর আমি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দরবারে উপস্থিত হলাম এবং তাকে সমস্ত ঘটনাটি বললাম, ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: ইমাম হোসাইন যে কথা বলেছে তা সঠিক। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইমাম হোসাইনের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং উভয় ভাইয়ের মাঝে পরস্পর মীমাংসা হয়ে গেলো। **(যুখাইরুল উকবা, ২৩৮ পৃষ্ঠা)**

অসন্তুষ্ট আত্মীয়দের সাথে মীমাংসা করে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমাদের মধ্যে কারো কোন আত্মীয় অসন্তুষ্ট থাকে তবে যদিও সেই আত্মীয়েরই ভূল হোক না কেন, মীমাংসার জন্য স্বয়ং নিজে অগ্রগামি হোন এবং নিজে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার সাথে মিলে সম্পর্ক জোড়া লাগান। যদি ক্ষমা চাওয়াতেও নিজেকে অগ্রগামি করতে হয়, তবে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা চাওয়াতে অগ্রগামি হওয়া চাই, اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ মাথা উঁচু হবে। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰہِ رَفَعَہُ اللّٰہ অর্থাৎ যে **আল্লাহ**

তায়ালার জন্য বিনয় অবলম্বন করে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে উন্নতি দান করেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ট খন্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮১৪০) সর্বদা নিজ আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন, তাদের সাথে সদাচরন করতে থাকুন, কেননা এতে উপকারই উপকার।

হযরত সায়্যিদুনা আবু লাইস সমরকান্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আত্মীয়দের সাথে সদাচরন করার ১০টি উপকারীতা রয়েছে: ★ **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জিত হয় ★ মানুষের খুশির মাধ্যম হয় ★ ফিরিশতারা খুশি হয় ★ মুসলমানদের পক্ষ থেকে সেই ব্যক্তির প্রশংসা হয় ★ শয়তানের এতে কষ্ট হয় ★ বয়স বৃদ্ধি পায় ★ রিযিকে বরকত হয় ★ মৃত মুসলমান পিতা দাদা খুশি হয় ★ পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি পায় ★ মৃত্যুর পর তার সাওয়াব বৃদ্ধি পায়, কেননা লোকেরা তার জন্য কল্যাণের দোয়া করে। (তাম্বিহুল গাফিলিন, ৭৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের ঘর এবং সমাজকে শান্তির নীড় বানাতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুবাসিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান, প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিনের জন্য মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করুন। আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করার ফযীলত ও বরকত সমূহ জানার জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব **"নেকীর দাওয়াত"** এর ১২৭ থেকে ১৩০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, রিসালা **"তৎক্ষনাৎ ফুফির সাথে মীমাংসা করে নিল"** এবং **"ইহতিরামে মুসলিম"** অধ্যয়ন করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

উত্তম সংস্পর্শ সম্পর্কে মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! উত্তম সহচর্য সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) **"اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ"** অর্থাৎ মানুষ তার সাথেই থাকবে, যাকে সে

ভালবাসে। (মুসলিম, কিতাবুল বিররে..., ১০৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৭১৮) (২) ইরশাদ হচ্ছে: মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকবে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের উচিৎ যে, সে যেনো দেখে, কার সাথে বন্ধুত্ব করছে। (তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, ৪/১৬৭, হাদীস নং- ২৩৮৫)

ঘোষণা

উত্তম সহচর্য সম্পর্কে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।
(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**